

The background of the entire image is a dark, atmospheric scene of a wooden attic. A window in the distance allows light to stream in, creating a hazy, magical effect with visible dust particles. In the foreground, an open, old book with handwritten text lies on a wooden surface. To the left, a large, dark wooden chest is partially open. The overall mood is mysterious and nostalgic.

DEBUT · BEGINNING

13

A WINTER MAGIC

A WINTER MAGIC

Ferdinando Frega

GILLETTE: শীতের এক জাদু

ইতালির সীমানার ভেতরে, উষ্ণ ভূমধ্যসাগরীয় এক শহর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল একষট্টি বছর: এক অস্থির শরীর, যে খুঁজছিল তার আসল পরিসর, আর এক মন, যে আগে থেকেই বাস করছিল আমেরিকায়।

আমার আমেরিকা। যে আমেরিকার পতাকার দিকে তাকালেই আমি কেঁদে ফেলতাম, বুকের ধুকপুক অসম্ভব রকম বেড়ে যেত। যে আমেরিকা একদিন আমাকে আশ্রয় দেবে, তার মাটির গভীরে আমাকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায়।

সেই দিনই আমি পিসির কাছ থেকে একটা ফোন পেলাম। তিনি জানালেন, আমার দাদু আর ঠাকুমা মারা গেছেন। বার্ষিক্য।

তিনশো কিলোমিটার আমাদের আলাদা করে রেখেছিল, কিন্তু কিছুই, কেউই আমাকে আটকাতে পারত না। গাড়িতে উঠলাম আর চাললাম। চার ঘণ্টা পরে পৌঁছলাম।

বাড়িটা বন্ধ। এক প্রতিবেশিনী আমাকে দেখামাত্র সম্ভাষণ জানালেন, আর এক কাপ কফির জন্য ভেতরে ডাকলেন। কিন্তু আমার সময়টা তার জন্য ছিল না।

বাড়ির চাবি সবসময় আমার কাছে থাকত। খাঁটি ফ্রেগা-স্বভাব: সমাধান খুঁজতে হওয়ার চেয়ে সমস্যাটা আগেই ঠেকানো সবসময় ভালো। আমরা এমনই ছিলাম।

ভেতরে ঢুকলাম। তখনও নাকে আসছিল বাড়িটার গন্ধ, ঘরগুলোর, আলমারিগুলোর, রান্নাঘরের, আর সেই ফায়ারপ্লেসের, যা আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল 1977-এর শীতে, যখন আমার বয়স মাত্র বারো। যা কিছু চলে গিয়েছিল, তা আর ছিল না। কিন্তু স্মৃতিগুলো তখনও ছিল।

সহজাত প্রবৃত্তি আমাকে টেনে নিয়ে গেল চিলেকোঠার দিকে।

দুটো ছোট্ট হুঁদুর আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। একটুও ভয় পায়নি। ওরা ওখানে ছিল যেন আমারই অপেক্ষায়, যেন আমাকে কোনো কিছুর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই ওদের কাজ।

ওরা আমাকে নিয়ে গেল একটা কার্ডবোর্ডের স্যুটকেসের কাছে — বন্ধ, পুরু ধুলোর আস্তরণে ঢাকা।

কৌতূহল আমাকে সেটা খুলতে ঠেলে দিল। হুঁদুর দুটোকে তৃপ্ত দেখাল, যেন একটা কাজ সেরে ফেলেছে।

ভেতরে পেলাম একটা খাতা।

এক অনন্য হাতের লেখা, পুরোটাই ছাপার হরফে, ভুল হওয়ার জো নেই। আমার বাবার।

একটা গল্পে তারিখ দেওয়া ছিল: 21 ফেব্রুয়ারি 1955। কাকতালীয়ভাবে, ঠিক আমার জন্মের দিনটিই — শুধু সালটা আলাদা। আমি পৃথিবীতে আসার দশ বছর আগে তিনি ওই লাইনগুলো লিখেছিলেন।

তিনি লিখছিলেন ঈশ্বরকে।

তিনি চেয়েছিলেন একটা পরিবার, একজন স্ত্রী, আর সন্তান। আর বিশেষ করে একজন: একটি ছেলে। তার নাম রাখবেন ফের্দিনান্দো, নিজের বাবার নামে। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা সেখানেই শেষ হয়নি।

আমি হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। ভয় হল খাতাটা ভিজে যাবে, তাই চলে গেলাম চোখের-জল-ছাড়া-ফোঁপানোর মোড়ে। যেটা আমি জীবনে শুধু মেয়েদের সামনেই ব্যবহার করতাম — তাদের হার মানানোর আমার এক কৌশল, ঠকানোর আমার এক কৌশল। আমি ফ্রেগা।

ছেলেকে তিনি কেমন চান, তার বর্ণনা ছিল খুঁটিনাটিতে ভরা। আর, কথা না বাড়িয়ে বলি, শেষে আমি খুঁজে পেলাম নিজেকেই। আমি যা।

আর সেটা ছিল সেই সব মুহূর্তের একটি, যখন আমি নিজেকে একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলাম:
আমার বাবা কে ছিলেন?

বাকিটা করল বংশলতিকা। কারণ ওই প্রশ্নের সঙ্গে, আমার পদবির সঙ্গে, আমি যা তার সঙ্গে মিলিয়ে লোকে আজ সবসময় একই কথা জিজ্ঞেস করে:

ফ্রেগা কি সত্যি, নাকি ওরা ঠগ? দুটোই খানিকটা করে। আমরা ফ্রেগা।

আমার বাবা ঈশ্বরের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু ডেলিভারিটা ভুল হল।

মডেলটা ছিল আমেরিকান।

এসে পৌঁছল ইতালিতে।

নান্দো